



শ্মশানরাত্রি যোগ সাধনা

শ্মশানরাত্রি যোগ সাধনা

শ্মশানযোগ কোনও সাধারণ যোগ নয়। এটি মৃত্যুক্কে উপলব্ধি করে জীবনের মায়া কাটিয়ে, নিজেকে আত্মজ্ঞান ও চিত্তের পরিপূর্ণ সংযমে নিয়ে যাওয়ার একটি অতি গোপন ও ভয়ের উপরে স্থাপতি সাধনা।

প্রাথমিক প্রস্তুতি:

1. দহেশুদ্ধি: রুদ্রাভষিকে বা নারায়ণনাগবলি & ত্রিপিণ্ডি দান করে দহে ও চতেনা প্রস্তুত করা।
2. রক্ষাচক্র: শ্মশান প্রবশের পূর্বে রক্ষাযন্ত্র ধারণ (যেমন কালী/ভরৈবের ত্রিশূলচক্র)।
3. নরিজনতা: একা বা গুরুপ্রদত্ত সহযোগে (সাধনার সময় কটে যেনে বধি না ঘটায়)।

যোগ ও তন্ত্রক্রিয়া:

1. শ্মশানভরৈব ধ্যান:-চোখ বন্ধ করে চিতার আলো ও ধোঁয়া কল্পনায় এনে ভরৈব রূপ চিন্তা। মন্ত্র: ॐ কালভরৈবায় নমঃ।
2. কালী বা চামুণ্ডা ধ্যান (শ্মশানকালী):-কল্পনায় দবীকে চিতাভস্মে আবৃত, খপ্পর হাতে, পশুর মূন্ড ধারণকারী ভাব। মন্ত্র: ॐ কালকায়ৈ নমঃ।
3. চিতাভস্ম তলিক:-একটি সদ্য জ্বলন্ত চিতার ছাই মাথায় তলিক করে প্রয়োগ □ “মৃত্যুর ছোঁয়া দিয়ে জীবনের মায়া ভাঙা”।
4. প্রবশে মন্ত্র ও সংযম:-চিতার চারপাশে বসে সাধক জপ করেন, চিতার দিকি না

করে নয়। প্রয়োগযোগ্য মন্ত্র (গুরু কর্তৃক অনুমোদিত হলে):

□□ সতর্কতা ও বধি:

গুরুবহীন এই সাধনা করবনে না □ কারণ এটি জীবনরে খুব সূক্ষ্ম স্তরে কষ্ট ও
বপিদ ডেকে আনতে পারে।

চিতি স্পর্শ নয় □ শুধুমাত্র ছায়া বা ছাই ব্যবহার করা যায়।

দহেরক্ষার জন্য বজ্রকবচ বা “অঘোরকবচ” ধারণ আবশ্যিক।

